যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুল্কে চাপে বাংলাদেশের পোশাক শিল্প



সংগৃহীত ছবি

যুক্তরাষ্ট্রের আমদানির ওপর প্রস্তাবিত শুল্ক বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের পোশাক শিল্প নতুন করে চাপে পড়েছে। এরই মধ্যে ওয়ালমার্টের জন্য তৈরি হওয়া ১০ লাখ সাঁতারের পোশাকের একটি বড় অর্ডার স্থগিত হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্যাট্রিয়ট ইকো অ্যাপারেল লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইকবাল হোসেন। তিনি রয়টার্সকে জানান, গত বৃহস্পতিবার প্রতিষ্ঠানটি আনুষ্ঠানিকভাবে অর্ডার স্থগিতের নোটিশ পেয়েছে

এই অর্ডারদাতা সংস্থা ক্ল্যাসিক ফ্যাশনের সহকারী মার্চেন্ডাইজিং ম্যানেজার ফারুক সৈকত এক ইমেইলে লিখেছেন, "যুক্তরাষ্ট্রের আমদানির ওপর উচ্চ হারে শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করায় বসন্ত মৌসুমের সব ক্রয়াদেশ স্থগিত করছি।" তিনি রয়টার্সকে আরও জানান, অর্ডার স্থগিতের সিদ্ধান্ত ওয়ালমার্টের নয়, বরং ক্ল্যাসিক ফ্যাশনের নিজস্ব সিদ্ধান্ত। তবে রয়টার্স ওয়ালমার্টের কাছে এ বিষয়ে জানতে চাইলে কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

এমন পরিস্থিতিতে দেশের পোশাক খাতের উদ্যোক্তারা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। ডেনিম এক্সপার্ট লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহিউদ্দিন রুবেল বলেন, "যদি ৩৫ শতাংশ শুল্ক বহাল থাকে, তাহলে সত্যিই টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়বে। বর্তমানে যে পরিমাণ ক্রয়াদেশ পাওয়া যাচ্ছে, তা আর থাকবে না।" তিনি জানান, তার ক্রেতাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত শুল্ক বহনের অনুরোধ করার সুযোগ নেই, কারণ তারা ইতিমধ্যেই আগের শুল্কের কিছু অংশ বহন করছে। তার মতে, বড় কোম্পানিগুলো কিছুটা টিকতে পারলেও ছোট ও মাঝারি উদ্যোক্তারা বড় ধাক্কা খাবে।

এদিকে বাংলাদেশ থেকে আমদানিকারক ব্র্যান্ড লিভাইস জানিয়েছে, ২০২৫ সালের বাকি সময়ের জন্য তাদের প্রয়োজনীয় পণ্যের ৬০ শতাংশ এরই মধ্যে মজুত রয়েছে।

বাংলাদেশ সরকার যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ওয়াশিংটনে শুল্ক হ্রাসের বিষয়ে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আবারও বিভিন্ন দেশের ওপর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেওয়ায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ইউএস ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের প্রথম পাঁচ মাসে বাংলাদেশ থেকে দেশটিতে ৩.৩৮ বিলিয়ন ডলারের পোশাক রপ্তানি হয়েছে, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ২১ শতাংশ বেশি। তবে খাত সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, প্রস্তাবিত শুল্ক কার্যকর হলে এই ইতিবাচক ধারা থমকে যেতে পারে।